

সূরা নাযিলের কারণ

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হুতে বর্ণিত
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে
الكريمُ بنُ الكريمِ بنِ الكريمِ بنِ يوسفُ بنُ
يعقوبَ بنِ اسحاقَ بنِ ابراهيمَ عليهمُ السلامُ۔
মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবান, তাঁর পুত্র
মর্যাদাবান, তাঁর পুত্র মর্যাদাবান। তাঁরা হলেন
ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক, তাঁর পুত্র ইয়াকুব
ও তাঁর পুত্র ইউসুফ, *আলাইহিস সালামু*
(তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক!)।^[১]

নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) হলেন
একমাত্র নবী, যার পুরা কাহিনী একটি মাত্র
সূরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা
ইউসুফ-এর ১১১টি আয়াতের মধ্যে ৩ থেকে
১০১ আয়াত পর্যন্ত ৯৯টি আয়াতে ইউসুফের
কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যত্র কেবল

সূরা আনুআম ৮৪ এবং সূরা মুমিন ৩৪
আয়াতে তাঁর নাম এসেছে।

সূরা নাযিলের কারণ :

সত্যনবী এবং শেষনবী জেনেও কপট
ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রতি পদে পদে
কষ্ট দিত এবং পরীক্ষা করার চেষ্টা করত।
তাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাদের কাজই
ছিল সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে
চক্রান্ত করা ও তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা
করা। এ সময় মক্কায় কোন আহলে কিতাব
বসবাস করত না এবং মক্কার লোকেরা
ইউসুফ বা অন্য নবীদের সম্পর্কে কিছু
জানতও না। ফলে মদীনার কুচক্রী ইহুদীদের
একটি দল মক্কায় এসে একদা রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ)-কে প্রশ্ন করল যে, বলুন দেখি, কোন নবী শামে (সিরিয়ায়) ছিলেন। অতঃপর তার ছেলেকে সেখান থেকে মিসরে বহিষ্কার করা হয়। তাতে ঐ ব্যক্তি কেঁদে অন্ধ হয়ে যান? (এটি বানোয়াট কথা। কেননা কেবলমাত্র কেঁদে কারু চোখ অন্ধ হয় না এবং এটি নবীগণের মর্যাদার খেলাফ)। একথার জওয়াবে অতঃপর সূরা ইউসুফ পুরাটা একত্রে নাযিল হয়।^[২] তাদের পন্ডিতেরা তওরাত-ইঞ্জীলে বর্ণিত উক্ত ঘটনা আগে থেকেই জানতো। তাওরাত-যবূর-ইনজীল সবই ছিল হিব্রু ভাষায় রচিত। আমাদের রাসূল নিজের ভাষাতেই লেখাপড়া জানতেন না, অন্যের ভাষা জানা তো দূরের কথা। ইহুদী নেতাদের সূক্ষ্ম পলিসি ছিল এই যে, উক্ত বিষয়ে উম্মী নবী মুহাম্মাদ-এর পক্ষে জবাব দেওয়া আদৌ সম্ভব হবে না। ফলে

লোকদের মধ্যে তার নবুঅতের ব্যাপারে
সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং তার বিরুদ্ধে
প্রোপাগান্ডা যোরদার করা যাবে।

বস্তুতঃ তাদের প্রশ্নের উত্তরে ইউসুফ
(আঃ) ও ইয়াকুব পরিবারের প্রকৃত ঘটনা
অহু মারফত ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তাঁর
রাসূলকে বর্ণনা করে দেন। যা ছিল রাসূলের
জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ
মুজেযা।^[৩] শুধু ইউসুফের ঘটনাই নয়,
আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত কুরআনে বর্ণিত
বাকী ২৪ জন নবী ও তাঁদের কওমের
ঘটনাবলী বর্ণনা ছিল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-
এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য মুজেযা। কেননা
তাঁদের কারু সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। তাদের
সম্পর্কে লিখিত কোন বই-পত্র সে যুগে ছিল
না। আর তিনি নিজে কারু কাছে কখনো
লেখাপড়া শিখেননি। অথচ বিশ্ব ইতিহাসের

বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া
বিগত যুগের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী তিনি
অত্যন্ত সুন্দরভাবে উম্মতকে শুনিয়ে গেছেন
কুরআনের মাধ্যমে। এগুলিই তাঁর নবুঅতের
অন্যতম প্রধান দলীল ছিল। এরপরেও খাছ
করে ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর পিতা ইয়াকুব
(আঃ)-এর পরিবারের ঘটনাবলী ছিল বিগত
ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। যার
প্রয়োজনীয় অংশগুলি গুছিয়ে একত্রিতভাবে
উপস্থাপন করাই হুল সূরা ইউসুফের
অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

[১]. বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৯৪ শিষ্টাচারু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৩।

[২]. কুরতুবী, ইউসুফ ৭; ইবনু জারীর হা/১৮৭৮৬ ইবনু আববাস হুতে।

[৩]. উল্লেখ্য যে, ইউসুফ (আঃ)-এর চরিত্র বাইবেলে অত্যন্ত বিকৃতভাবে
বর্ণিত হয়েছে (দ্রঃ সুলায়মান মানছুরপুরী, রহমাতুললিল আলামীন ২/২৪৪-
২৪৬।

সুন্দরতম কাহিনী

অন্যান্য নবীদের কাহিনী কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন অনুসারে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ নবীর ঘটনাবলী একত্রে সাজিয়ে একটি সূরাতে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সেকারণে এটিকে **أَحْسَنُ الْقَصَصِ** সুন্দরতম কাহিনী বলা হয়েছে (ইউসুফ ১২/৩)। **দ্বিতীয়তঃ** এর মধ্যে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা যেমনি অলৌকিক, তেমনি চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়। **তৃতীয়তঃ** অন্যান্য নবীদের কাহিনীতে প্রধানতঃ উম্মতের অবাধ্যতা ও পরিণামে তাদের উপরে আপত্তিত গযবের কাহিনী এবং অন্যান্য উপদেশ ও হিকমত সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে রয়েছে দুনিয়ার তিক্ত বাস্তবতা এবং আল্লাহর উপরে অকুণ্ঠ নির্ভরতার সমন্বয়ে সৃষ্ট এক

অতুলনীয় ও অভাবনীয় এক ট্রাজিক জীবন নাট্য। যা পাঠ করলে যেকোন বোদ্ধা পাঠকের জীবনে সৃষ্টি হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা ও তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণের এক অনুপম উদ্দীপনা।

আরবী ভাষায় কেন?

আল্লাহ বলেন, আমরা একে আরবী কুরআন হিসাবে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো (ইউসুফ ১২/২)। এর অন্যতম কারণ ছিল এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী যারা জানতে চেয়েছিল, তারা ছিল আরবীয় ইহুদী এবং মক্কার কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ। তাই তাদের বোধগম্য হিসাবে আরবী ভাষায় উক্ত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আরবীতেই সমগ্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এতে একদিকে

যেমন ভাষাগর্বি আরবরা কুরআনের অপূর্ব
ভাষাশৈলীর কাছে হার মেনেছে, অন্যদিকে
তেমনি কিতাবধারী ইহুদী-নাছারা পন্ডিভেরা
কুরআনের বিষয়বস্তুত ও বক্তব্য সমূহের
সত্যতা ও সারবত্তা উপলব্ধি করে নিশ্চুপ
হয়েছে।